যুগান্তর

তারিখ 23 MAY 2013
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক খাতে শৃংখলা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নাই। অনেক ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনায় আগ্রহ কম। নিয়মিত পড়াশোনা ও নিজে নোট করিবার পরিবর্তে ধার করা নোট ও ফটোকপিতেই তাহাদের বেশি আগ্রহ। আর শিক্ষকরা মূল দায়িত্বে উদাসীন। অনেকের ঝোঁক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকুরির প্রতি। যুগান্তরের সহিত সাক্ষাৎকারে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নবনিযুক্ত চেয়ারম্যানের এই অভিমত সরকার নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের এক হতাশাজনক চিত্র তুলিয়া ধরে। শিক্ষাজীবনে বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিতে পারিলেই কেবল এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ পাওয়া সম্ভব হয়। তাহাদের প্রায় সকলেরই রহিয়াছে পিএইচডিসহ উচ্চতর ডিগ্রি। বুয়েট ও মেডিকেল কলেজগুলি বাদ দিলে ছাত্রছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই থাকে পছন্দের প্রথম তালিকায়। উন্নত অবকাঠামো, সেরা শিক্ষকদের সমাবেশ, নামমাত্র বেতন- এই বিষয়গুলি ছাত্রছাত্রীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়া থাকে। শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের নানাবিধ অভিযোগ থাকিলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তুলনায় পাবলিক বিদ্যালয়গুলি সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে অনেক আগাইয়া রহিয়াছে। ইহার প্রভাব শিক্ষার মানে কেন পড়িবে না, সেই প্রশ্ন স্বাভাবিক। শিক্ষকরা কেন মূল দায়িত্বে অবহেলা করিয়া কনসালটেন্সি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন চাকুরিকেই বেশি গুরুত্ব প্রদান করিবেন? ছাত্রছাত্রীরা কেন সৃজনশীলতা ছাড়িয়া ফটোকপিকেই পরীক্ষায় পাসের প্রধান অবলম্বন করিবে? জ্ঞানের রাজ্যে ফাঁকির কোন অবকাশ নাই। গৎবাঁধা কিছু বিষয় পাঠ করিয়া সার্টিফিকেট মিলিতে পারে। কিন্তু বাস্তব জীবনে ইহার মূল্য ক্রমেই সংকুচিত হইয়া পড়িতেছে। এই সকল বিষয় দেখিবার দায়িত্ব প্রধানত স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকদের প্রাধান্য থাকে। এই দুই কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় ও সুসম্পর্ক থাকা তাই প্রত্যাশিত। শিক্ষক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে মঞ্জুরি কমিশনের সহিত পরামর্শের যে বিধান রহিয়াছে উহা অনুসরণ না করিবার কোন যুক্তি থাকিতে পারে না। আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে শৃংখলা বজায় রাখাও আবশ্যক। আইনের দ্বারা মঞ্জুরি কমিশনের ক্ষমতা নির্ধারিত। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কর্তৃপক্ষ উহা ক্রমাগত উপেক্ষা করিলে মঞ্জুরি কমিশনের আবশ্যকতা লইয়াই প্রশ্ন উঠিবে। যেই সকল শিক্ষক মূল দায়িত্ব অবহেলা করেন তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের প্রচুর ক্ষমতা রহিয়াছে। ইহার পক্ষপাতহীন প্রয়োগ করা হইলে অনিয়ম হ্রাস পাইবে এবং পরিণতিতে শিক্ষার মানে ইতিবাচক প্রভাব পড়িবে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষকদের একাংশকে সরাসরি রাজনীতির সহিত জড়িত হইতে দেখা যায়। উপাচার্যসহ বিভিন্ন পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের সহিত সংশ্লিষ্টতা গুরুত্ব পায়। কিন্তু কর্তব্যে অবহেলা বা অনিয়ম করিয়া কেহ যেন রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার জোরে রেহাই না পায় সেই বিষয়টি নিশ্চিত করিবার দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। মঞ্জুরি কমিশন চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যেই সকল সমস্যার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন সংশ্লিষ্ট সকলে উহার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করিবেন বলিয়া আমরা আশা করি।